ধুলিখেলা(নেপাল)

দীপালী চৌধুরী

ভক্তপুরের সুন্দর সুন্দর মন্দির, রাজপ্রাসাদ ও আকর্ষণীয় আর্ট গ্যালারী দেখে নিয়ে এবার আমরা চলেছি মোটরগাড়িতে চেপে ধুলিখেলের পথে, ধুলিখেলের পথটি গেছে কাঠমান্ডু - কোডারী হাইওয়ে ধরে। নেপাল যাত্রীদের ভক্তপুর আর ধুলিখেল দেখার পরিকল্পনা এক সাথেই করা উচিত। কাঠমান্ডু থেকে ভক্তপুর ১৬ কি.মি. আর ধুলিখেল হল ৩০ কি. মি. কাঠমাণ্ডু থেকে বাস আছে। তবে দল থাকলে গাড়ি ভাড়া করে যাওয়াই সুবিধা। আগে ভক্তপুর। ভক্তপুর থেকে মাত্র ১৪ কি.মি. পথ অতিক্রম করলেই ধুলিখেল জনপদ। নেপালের বিখ্যাত সান সেট পয়েন্ট এটি। এখান থেকে সূর্যাস্ত দেখা একটি অনন্য সুন্দর অভিজ্ঞতা জীবনে। ধুলিখেল যাওয়ার পথটি দাণ সুন্দর। পিচ্‌ঢালা মসৃণ পথের দুইধারে অনুচ্চ সবুজ টিলা পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের ঢালে পাকা সোনালীধানের ছড়া খুশির হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে। সবুজ পাহাড়ের সারির ওপারে সুনীল আকাশের পটে সাদা ধব ধবে তুষার শৃঙ্গের হাতছানি। এখানে মাটির রঙ লাল আবীরের মত। সবুজ সাদা ও লালরঙের এমন মনমাতানো দৃশ্য এপথে কি বলব! মাঝে মাঝে নেপালের শান্ত গ্রামে গ্রামীন মানুষজন, সাদাসিধে খেটে খাওয়া মানুষ এরা। পাহাড় ডিঙিয়ে সবুজ গাছপালার ফাঁকে অনেক দূরে বিশাল বড় বড় অতি প্রাচীন মন্দিরের ক ালো শেওলা ধরা চূড়াগুলি অপরূপ সুন্দর প্রকৃতির রাজ্য থেকে মনকে উড়িয়ে নিয়ে যায় নেপালের সুদূর ইতিহাসের প াতায়। ভক্তপুর থেকে ধুলিখেলার ১৪ কি. মি. অপূর্ব সুন্দর পথটি যেন এক পলকে শেষ হয়ে গেল। যেন এক স্বপ্নের পথ। পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা ধুলিখেলকে আধা পল্লীগ্রাম ও আধা প্রাচীনশহর বলা যায়। মানুষজন, সাধারণ তাদের চলাফের া। কিন্তু খুব ভদ্র ও সপ্রতিভ। আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল একটি সবুজ টিলা পাহাড়ের শীর্ষে, অসাধারণ সুদৃশ্য একটি ব াংলার সামনে। বাংলোটি হল ধুল খেল লজ। আজ আমাদের ব্যাগগুলি কোন রকমে বাংলোর বারান্দায় রেখে চেয়ার টেনে নিয়ে সবাই মিলে বসলাম এই স্বর্গীয় দৃশ্যের সামনে। মনে মনে ভাবছি চায়ের অর্ডার দেব নাকি লজের বয়দের ঠিক এমন সময় আমাদের গাড়ির ড্রাইভারজী মুখ কাঁচুমাঁচু করে এসে বললেন এই লজটিতে আপনাদের আজ বুকিং নেই। ধুলিখেল লজ এবং রোস্তারাতেআপনারা থাকবেন আজ। এটি অত্যন্ত দামী হোটেল। এই লজে বিদেশী পর্যটকরাই বেশি থাকেন। প্রতিদিনের শুধু থাকার ভাড়াইজনপ্রতি ৪০০ ডলার (১৯৯৫) আমরা সবাই খুব আশাহত হলাম। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আবার গাড়িতে এসে বসলাম আমরা। পাঁচমিনিটের মধ্যে দোকান পাট, বাড়ীঘরের মাঝে তিনতলা? একটি অতি সাধারণ কাঠের দোতলা বাড়ীর সামনে এসে ড্রাইভারজী বললেন এখানেই আজকে আপনারা থাকবেন। আর দেরী করবেন না। একটু বাদেই সূর্যাস্ত হবে যার জন্য ধুলিখেলের প্রসিদ্ধি। আপনাদের নিয়ে যাব এখনই "সান সেট" পয়েন্টে। আমরা হোটেলের অতি ভদ্র কেয়ারটেকারের কাছে মালপত্র রেখে গাড়িতে চেপে চলে এলাম একটি পাহাড়ের টিলায় বন বাংলোর পাশে। যেদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছে সেদিকে পাহাড়ের মাথায় ঘন সবুজবন। আর তার উল্টোদিকে দিগন্ত বিস্তৃত হীরকে াজ্বল তুষার শৃঙ্গের মালা। কোন অজানা এক রসিকজন লাল আবীর দিয়ে যেন হোলি খেলে গেল। এই মুহূর্ত্তে অস্ত সূর্যের এমন ব্যাপক সোনালী মোহময় রূপ একমাত্র রূপকথার রাজ্যেই যেন সম্ভব। আমরা মুগ্ধ মনে দেখতে লাগলাম এই স্বর্গীয় দৃশ্য ক্যামেরায় ছবি তুলতে তুলতে। সূর্যদেব কিছুক্ষণ অপার্থিব আলোর খেলা খেলে সবুজ পাহাড়ের পেছনেটুপ্ করে ডুব দিলেন। পৃথিবীতে গোধূলির মিষ্টি কমলা রঙের আলোর খেলা শু হল সুমিষ্ট বাতাসের সাথে। আমরা অস্ত

সূর্যের হোলির রঙে রাঙানো আদিগন্ত ব্যাপ্ত তুষার শৃঙ্গের মালাকে মুগ্ধ চোখে আবার তাকালাম অপলক দৃষ্টি মেলে। নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ পরিবেশে হঠাৎ আমাদের গাড়ির ড্রাইভারজী বললেন আর দেরী নয়। অন্ধকার নামছে। এই বনে ভাল্লুক আছে। আমরা মগ্নমনে গাড়িতেচেপে ধুলিখেল লজ ও রেস্তোরায় এসে হাজির হলাম। সত্যি ধুলিখেলের সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য হোটেলে এসেও মনের কোনে বার বার উঁকি দিতে লাগলো।

এমন প্রশান্ত মানসিক অবস্থায় হঠাৎ আমাদের কয়েকজন বন্ধু আমাদের লজের নানান অসুবিধার কথা বলতে লাগলো। যেমন দোতলায় ও তিনতলায় শোয়ার ঘরের সঙ্গে টয়লেট নেই। টয়লেট গুলি সব নিচের তলায় দাণ পরিচ্ছন্ন। আমি বন্ধুদের অভিযোগ মন দিয়ে শুনে বললাম যারা ধুলিখেলে এই রাতটি কাটাতে চাইছো না তারা স্বচ্ছন্দে কাঠমান্ডু আমাদের ভাড়া করা গাড়িতে ফিরে যেতে পার। সেখানে এখনও নিউ ময়ূর হোটেলে আমাদের ঘর বুক করা আছে। তাছাড়া ভ্রমণ মানেই জীবনের একটি বিরাট শিক্ষা --- খারাপ ভালো সব অবস্থাতেই মানিয়ে চলতে পারা। গোটা দুনিয়াটাই আমাদের বাড়ী এই মানসিক অনভূতিটাই ভ্রমণ আমাদের উপহার দেয়। আমরা কয়েকজন ঠিক করেছি ধুলিখেলের এই লজেই রাত কাটাবো। আগামী কাল ধুলিখেলের সূর্যোদয় দেখে তবে কাঠমান্ডু শহরে ফিরে যাবো। আমার কথা শুনে বন্ধুরা যারা ধুলিখেলে থাকতে চাইছির্ল না তারা দ্বিতীয়বার চিন্তা করে বলল ঠিক আছে আমরাও থাকবো তাহলে আজকের রাতটা এখানে।

আমাদের হোটেলটা সাধারণ হলেও ব্যবস্থাপনা বেশ পরিচছন্ন। আর হোটেলের উঠোনটি অজস্র সুন্দর সুন্দর গাছে, ফুলে, লতায় পাতায় যেন একটি সুন্দর কুঞ্জবন রচিত হয়েছে। আমরা মালপত্র যে যার ঘরে রেখে এসে সুন্দর উঠোনটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হল আজ আমাদের বৈকালিক চা তো খাওয়া হয় নি। হোটেলের ম্যানেজার নেপালেরই লোক।ভদ্রলোক খুব আলাপী এবং আন্তরিক কথাবার্তায়। আমরা চায়ের অর্ডার দিতেই তিনি বললেন চলুন আমাদের ডাইনিং হলে বসে আরাম করে চা খাবেন। হোটেলর ডাইনিং হলটির কথা একটু বলতেই হবে এখানে। কারণ হলটির সাজাবার কায়দা অনেকটা তিববতী ধরণের। কাঠের তৈরী প্রমাণ সাইজের ডাইনিং হলটি। হলটির বারান্দা নানান ধরনের ফার্ন, ক্যাকটাস ও লতা দিয়ে অদ্ভুত সুন্দর ভাবে সাজানো। আমরা ডাইনিং হলে এসে অবাক হয়ে গেলাম। ঘরটির অসাধারণ সুন্দর সাজানোর কায়দা দেখে। গোটা ঘরের মেঝেতে লাল টুকটুকে কার্পেট পাতা। ঘরের দেয়াল কাঠের হলেও দেওয়ালে খুব সুন্দর, সুন্দর কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্যের ছবি টাঙানো আছে। আর আছে নেপালের রাজা ও রাণীর ছবি। ঘরটির কাঠের দেয়াল ঘিরে একটু উঁচু কাঠের চওড়া টুলে সুদশ্য সব কম্বল পাতা। সবার আসনের সামনে প্রত্যেকের জন্য সুন্দর ঢাকাওয়ালা জল চৌকি পাতা আছে। নেপাল হল পাহাড়ী, শীতের জায়গা। আরামদায়ক কম্বলের আসনে বসে সবাই খোস মেজাজে গল্প গুজব করতে লাগলাম চা আসতে আসতে। আমাদের ঠিক সমানের আসনে দুজন বিদেশী তণ তণী বই খুলে এক মনে পড়েই চলেছেন। আমরা মাঝে মাঝে ওদের পড়ায় বাধা সৃষ্টি করছি ভেবে চুপ করে থাকার চেষ্টা করছি। কিন্তু আবার নিজেদের অজান্তে গল্প হাসি, ঠাট্টায় মেতে উঠছি। আসলে ঘরটির পরিবেশটাই দাণ মুক্ত। আমাদের মধ্যে যারা কাঠমান্ডু ফিরে যেতে চেয়েছিল তারা আমাকে বলতে লাগলো সত্যি তোমার বকুনি না খেলে আমরা তো ধুলিখেলের এতো সুন্দর রাতটি উপভোগ করতে পারতাম না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে হোটেল বয় খুব সুন্দর ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে চা দিয়ে গেল। হোটের ম্যানেজার সব সময় আমাদের গল্পে যোগ দিচ্ছেন।

আমরা চা খেয়ে রাতের আহারের ও অর্ডার দিলাম। এতো সুন্দর ডাইনিং হল ছেড়ে আমরা আর কোথাও যাওয়ার নামটি করছি না। রাত সাড়ে নটায় গরম গরম ফ্রাইড রাইস। চিকেন। ডিমের কারি পুডিং ইত্যাদি দিয়ে আমরা রাতের আহার সমাপ্ত করলাম। তারপর কাঠের দোতালায় ও তিনতলায় আমরা যার যার ঘরে গিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিলাম। এতক্ষণ তো শোয়ার ঘরে ঢুকিই নি। শোয়ার ঘরের দেয়ালের অর্দ্ধেক পর্যন্ত সুক্ষ্ম বুনোটের পাটি দিয়ে মোড়া। খুব সুন্দর আরামদায়ক কাঠের তৈরি শোয়ার ঘরগুলি। এবং ব্যবস্থাপনাও সাদাসিধে অথচ পরিচছন্ন। এক কথায় খুব সুন্দর ছিম চাম, শিল্প সম্মত ভাবে সাজাবার কায়দা লজটির। হোটেলের পরিবেশ একবারেই নয়। যেন এক সুস্থ সুন্দর বসতবাড়ীর পরিবেশ। সব মিলিয়ে ধুলি খেলের বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত এই সংক্ষিপ্ত সময়টুকু সারাজীবন মনে রাখবার মত সোনালী অভিজ্ঞতা।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com